CMYK

কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

বিপাকে মালিয়া

দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দীপক সেরাওয়াত বৃহস্পতিবার এক নির্দেশ জারি করে বলেন, আদালতের সমন সত্ত্বেও বিজয় মালিয়া হাজির হননি। আদালত তাঁকে পলাতক অপরাধী বলে ঘোষণা করেছে।

আর্থিক লিপি *

অস্বস্তিতে লালু

দুর্নীতির মামলায় অপরাধী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদ যাদবের সাজা ঘোষণা পিছিয়ে গেল। এ নিয়ে রাঁচির সিবিআই আদালতে দু'দিন সাজা ঘোষণা মুলতবি রইল। বুধবার মুলতবি ছিল আইনজীবীর মৃত্যুতে।

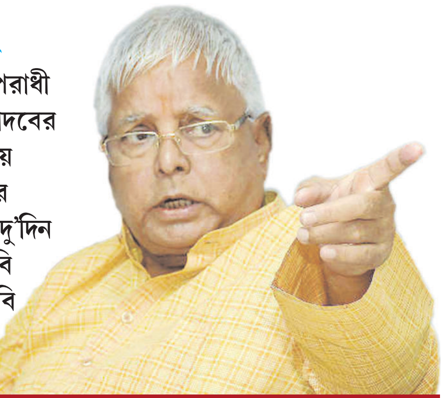

www.facebook.com/arthiklipiepaper Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com ৮ পাতা

Vol - XIII, ISSUE - 10 শিলিগুড়ি • শুক্রবার • ২০ পৌষ, ১৪২৪ • ৫ জানুয়ারি, ২০১৮ • SILIGURI • FRIDAY • JANUARY 5, 2018 ₹ 3

অসমে 'বঙ্গাল খেদা'র বিরোধিতা, মমতার নামে এফআইআর দায়ের

গুয়াহাটি, ৪ জানুয়ারি : অসমে বাঙালি খেদাওয়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জেরে অসমের দিসপুর থানায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমে জাতি বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতারের দাবি করেছে ওই সংগঠন।অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) -র প্রথম খসড়ায় বহু বাঙালির নাম নেই। এমনকী বহু মুসলিমেরও ওই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এদের অনেকেই চার পুরুষ বা তারও বেশি সময় ধরে অসমে বসবাস করছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জানিয়েছেন, যাদের তালিকায় নাম নেই তারা সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। এই বিষয় নিয়েই বুধবার মুখ খোলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের জনসভায় তিনি সাফ জানান, 'বাঙালিদের গায়ে হাত পড়লে আমি ছেড়ে কথা বলব না'।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং নজরদারিতে ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এনআরসি'র প্রথম খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। ৩ কোটি আবেদনের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের স্থান হয়েছে সেই তালিকায়। অসমের বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নাগরিক বাছাই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী সংগঠন। উল্লেখ্য, ৬ এবং ৭-এর দশকে অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান শুরু করে অসম প্রশাসন। নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গাল খেদা'। এনআরসি'র এই তালিকার দ্বিতীয় পর্বে 'বঙ্গাল খেদা' বলেই মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে, অসমে নাগরিক পঞ্জীর প্রথম তালিকায় ৭০ শতাংশ বাঙালির নাম বাদ পড়েছে, এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার সংসদ উত্তাল হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় অভিযোগ করেন, চক্রান্ত করে নাগরিক পঞ্জী থেকে বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে অসমে। এই ত্রুটিমুক্ত না হলে আমরা পথে নামব। তিনি বলেন, অতীত অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয়। এদিন এই তালিকা সংশোধনের দাবিতে তৃণমূল সাংসদরা সংসদ ভবন চত্বরে ধর্না দেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেছেন, যা হল তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে করা হয়েছে। নাগরিক পঞ্জীতে নাম বাদ পড়লে পরে তা তোলার সুযোগ থাকছে। তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে এই প্রতিবাদে যোগ দেন কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের কয়েকজন সাংসদও। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর জিরো আওয়ারে বিরোধীরা হইচই শুরু করেন। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, অসমের ৩.২৯ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১.৩ কোটি মানুষের নাম নেই নাগরিক পঞ্জীর প্রথম খসড়ায়। এদের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের আশঙ্কা এটি অসম থেকে বাংলা ভাষাভাষি লোকদের তাড়ানোর একটি চক্রান্ত।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিতে উঠে বলেন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জী কাজ করছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। সুতরাং কারও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। যদি কারও নাম বাদ পড়ে থাকে, তারা ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন জানাতে পারবেন। এইঅভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, কিছু মানুষকে অসম থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অধিক রাতে ডিজে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, আটক ৩

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি: শিলিগুড়ির প্রধাননগরের গুরুং বস্তি এলাকায় এক বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত চলছিল জন্মদিনের পার্টি। উচ্চৈস্বরে মাইক বাজিয়ে গান-বাজনা সহকারে চলছিল হইহুল্লোড়। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে অভিযোগ পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ যায় ওই বাড়িতে। পুলিশ গিয়ে সেখানে দেখতে পায় পার্টিতে চলছে মদের আসর। সেই সঙ্গে উদ্যম নৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এগুলি বন্ধ করে দেয়। এরপরই শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে পার্টিতে আসা লোকজনের বাক্‌বিতণ্ডা। অভিযোগ, কয়েকজন ব্যক্তি পুলিশকে ধাক্কাধাক্কিও করে। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর আরও পুলিশ বাহিনী গিয়ে ৩ জনকে আটক করে প্রধাননগর থানায় নিয়ে আসে।

ডিসিপি তরুণ হালদার জানান, অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়েছিল পুলিশ। সেখানে গিয়ে কিছু অসামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি উচ্চৈস্বরে মাইক বাজানোর বিষয়টি চাক্ষুস করেই সেগুলি বন্ধ করে দিতে বলে।

পার্টিতে আসা লোকজনের মধ্যে ৩ জন ছিলেন ভিন রাজ্যের। এদের পরিচয়পত্র দেখাতে বললেও এরা অস্বীকার করে তা দেখাতে। কয়েকজন পুলিশের উপর আক্রমণ করে। এদেরকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে থানায়। জিজ্ঞাসা চলছে। (এনএ)

অপহৃত চাল ব্যবসায়ী

আলিপুরদুয়ার, ৪ জানুয়ারি : একদল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের দ্বারা অপহৃত হলেন এক চাল ব্যবসায়ী।

বুধবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ার থানার সুঙসুঙি এলাকায়। অপহৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস। তার বাড়ি পলাশবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় অপহৃতের পরিবারের তরফে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্বপনবাবুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন জেলা পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথন। এই অপহরণের সঙ্গে কোনও ভাবে জঙ্গিযোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা রুখতে লেজার স্পিড গান বসল সুকনার রাস্তায়

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি: শিলিগুড়িতে গত ২ মাসে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। জখম হয়েছেন শতাধিক। ফলে ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের উপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল দুর্ঘটনার প্রবণতা আটকাতে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়। শিলিগুড়িতে গাড়ির গতিবেগ মাপার জন্য একটি মাত্র লেজার স্পিড গান যন্ত্র ছিল।

কিন্তু বর্তমানে আরও ৪টি এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে শিলিগুড়িতে। যা দিয়ে শিলিগুড়ির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথগুলিতে গাড়ির গতিবেগ মাপা হচ্ছে এবং জরিমানা করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনার রাস্তায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বৃহস্পতিবার তাই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সুকনার রাস্তায় একটি লেজার স্পিড গান বসানো হল। যা কিনা ওই রাস্তায় চলাচলকারী প্রতিটি যানবাহনের গতিবেগ মেপে দেখবে।

বেশি হলে জরিমানা দিতে হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি ট্রাফিক সুনীল যাদব জানিয়েছেন, এর আগে মাত্র ১টি লেজার স্পিড গান মেশিন ছিল। এখন আরও ৪টি নিয়ে আসা হয়েছে। শহরের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে এই মেশিনগুলি বসানো হচ্ছে। এছাড়াও চালকদের মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো আটকাতে বর্তমানে মোট ১৩টি ব্রেথ অ্যানালাইজার মেশিন দিয়ে চেকিং চলছে।

শিলিগুড়িতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আরও বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। (এনএ)

নির্জলা শিলিগুড়ি, কাজ দেখতে গেলেন পর্যটনমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি: এশিয়ান হাইওয়ের কাজের জন্য শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ৩ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। তবে এর আগেই কাজটি শেষ করে যাতে শিলিগুড়িবাসীর কাছে জল পৌঁছে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা করছে সব মহল। বৃহস্পতিবার দুপুরে পানীয় জলের লাইন মেরামতের কাজ দেখতে যান পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন পিএইচই-র আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে পাইপ লাইনের কাজগুলি খতিয়ে দেখেন তিনি। পরে মন্ত্রী জানান, এই কাজটি করতেই হত। এশিয়ান হাইওয়ের ফলে পানীয় জলের পাইপের লাইন সরানোর কাজ চলছে। কাজ ঠিকভাবেই চলছে। দ্রুততার সঙ্গে কাজটি শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিএইচই-র আধিকারিকদের। এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বুধবার থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ওয়ার্ডে জলের ট্যাঙ্ক, পাউচ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পানীয় জল নিয়ে শহরবাসীর কোনওরকম অভিযোগ শোনা যায়নি। (এনএ)

ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের ডেটাব্যাঙ্ক তৈরির উদ্যোগ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে সম্প্রতি বিদ্বেষের শিকার হয়ে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে মালদহের আফরাজুল খানকে। আফরাজুলের ঘটনার পর আতঙ্ক গ্রাস করেছিল এরাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের মনে। ঘটনায় বিচলিত হয়েছিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি রাজ্যের শ্রমিকদের নিজ এলাকায় কাজ করারই পরামর্শ দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনে রাজ্য সরকার এই শ্রমিকদের কাজের বন্দোবস্ত করবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর জেলা থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের সঠিক ডেটাব্যাঙ্ক তৈরির জন্য প্রশাসনের তরফে সম্প্রতি এক নির্দেশিকা বের করা হয়। প্রশাসনের এই উদ্যোগের বার্তা পেয়ে বহু শ্রমিক প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে হাজির হচ্ছেন জেলা প্রশাসনিক ভবনে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে। নাম নথিভুক্ত করতে আসা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই জেলা প্রশাসন সেই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। শ্রমিকদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন শ্রমিকদের ২০০ দিনের কাজ এবং এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের যাবতীয় নথিপত্র প্রশাসনের কাছে জমা দিচ্ছেন। পাশাপাশি শ্রমিকদের আরও বক্তব্য, রাজ্য যদি তাদের কাজের ব্যবস্থা করে তবে তারা আর ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাবেন না।

তবে প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কোনও নির্দেশিকার কথা স্বীকার করা হয়নি। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মালদহের জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য ফোনে জানান, এবিষয়ে রাজ্য সরকারের কোনও নির্দেশিকা জেলায় আসেনি। তাঁরা জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। সেই সঙ্গে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের সংখ্যা সম্পর্কিত ডেটাব্যাঙ্ক তৈরির জন্যই সমস্ত শ্রমিকদের নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। সে জন্যই শ্রমিকরা জেলা প্রশাসনের কাছে নথিপত্র জমা দিতে আসছেন। এবং শ্রমিকদের এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত বিএসএফ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি,রায়গঞ্জ: মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের ৩১ নং জাতীয় সড়কে। এদিন দুপুরে বাইক-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক বিএসএফ জওয়ানের। মৃতের নাম মহেশ কুমার (৩৬)। তিনি গোয়ালগাছা বিএসএফ ক্যাম্পে ড্রাইভার পদে কর্মরত ছিলেন। গোয়ালগাছা থেকে তিনি কিষানগঞ্জ সেক্টরের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই উল্টো দিক থেকে বাইকের সামনে এসে পড়ে একটি লরি। বাইক - লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বিএসএফ কর্মীর। এই ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে আধঘন্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিরাট পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনাস্থলে আসেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : দশম মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারে। বৃহস্পতিবার এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক কৌশিক সাহা, মাদ্রাসা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বাতেন আলি প্রমুখ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া প্রমুখ। এ বছর এই প্রতিযোগিতায় ৬৪টা ইভেন্টে অংশ নিয়েছে ৫১টি মাদ্রাসার ১২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী।

কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগ

কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি : জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র এবার থেকে ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ নিল কোচবিহার পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং জানিয়েছেন, কাজে স্বচ্ছতা আনতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি ভুলের সম্ভাবনাও কমবে। (এনএ)

ডুয়ার্স উৎসবে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের উদ্যোগে সচেতনতামূলক আলোচনাসভা

আলিপুরদুয়ার, ৪ জানুয়ারি: প্যাথলজিক্যাল ল্যাব হোক কিংবা মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে। রেশন দ্রব্যাদি হোক কিংবা গ্যাস সিলিন্ডার উপভোক্তাদের প্রতারিত হওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায়।

জিনিস কেনায় প্রতারণা রুখতে ক্রেতাদের সচেতন করতে উদ্যোগী হল ক্রেতা সুরক্ষা দফতর। ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডুয়ার্স উৎসব মঞ্চে ক্রেতাদের সচেতন করতে সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল।

উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক তপন সাহা, আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির চেয়ারম্যান রমেন দে সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, আলোচনাসভায় ক্রেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে ক্রেতাদের সচেতন করেন বক্তারা। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির চেয়ারম্যান রমেন দে জানান, আমরা সবাই ক্রেতা।

জিনিস কিনতে গিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হই। তাই ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনে যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যই এদিন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল।

বই পড়ার ডাক দিয়ে শুরু কোচবিহার বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: "বই পড়ুন, বই পড়ুন, বই মানুষকে উপহার দিন" এমনই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হল কোচবিহারের জেলা বইমেলা। বৃহস্পতিবার কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে কোচবিহারের জেলা বইমেলা শুরু হল। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে কোচবিহারের জেলা বইমেলার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বিধায়ক উদয়ন গুহ, কোচবিহারের জেলাশাসক কৌশিক সাহা, কোচবিহারের পুলিশ সুপার ডাঃ ভোলানাথ পান্ডে, বিধায়ক হিতেন বর্মন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন কল্যাণী পোদ্দার, কোচবিহার পুরসভার পুরপ্রধান ভূষণ সিং, তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুল জলিল আহমেদ, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মমতাজ বেগম প্রমুখ। এদিন কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে কোচবিহারের জেলা বইমেলা শুরুর আগে "বই পড়ুন, বই পড়ান, বই মানুষকে উপহার দিন" এমনই স্লোগানকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সাগরদিঘির এলাকা থেকে বের হয়ে শহর পরিক্রমার পর মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এদিন বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে বইয়ের জুড়ি মেলা ভার। তিনি বলেন, 'বই পড়ুন, বই মানুষকে উপহার দিন'। মন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি বইয়ের প্রতি মানুষের ইচ্ছাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বইয়ের বিকল্প একমাত্র বই। বই উপহার দিন নিজে বই পড়ুন অন্যকে পড়তে বলুন। এ বছর প্রথম শুধু জেলা শহরই নয় গোটা জেলার সব গ্রন্থাগারগুলিকে শামিল করা হয়েছে। মেলা পরিচালনা করছেন লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি বলে মন্ত্রী জানান।

পাশাপাশি বাংলা বইয়ের পাশাপাশি হিন্দি, ইসলামিক, আরবি, উর্দু ভাষার বই থাকছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশকরা আসছেন এ বছরের বইমেলায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এ বছর ১২০টা স্টল বইমেলায় এসেছে। বাংলা বইয়ের পাশাপাশি হিন্দি, ইসলামিক, আরবি, উর্দু ভাষার বই থাকছে মেলাতে। বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশকরা আসছেন কোচবিহারের বইমেলাতে।

এদিন বইমেলার অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছাড়াও বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বিধায়ক উদয়ন গুহ প্রমুখ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বইয়ের বিকল্প নেই। সকলকেই বই পড়ার ও বই মানুষকে উপহার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কোচবিহার লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির পরিচালনায় এদিন কোচবিহারের জেলা বইমেলাকে ঘিরে বইপ্রেমীদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আলিপুরদুয়ারে জাঁকিয়ে শীত পড়ল

বাবুল সরকার • আলিপুরদুয়ার

জানুয়ারির ৪ তারিখ শীতের আমেজ পেল আলিপুরদুয়ার জেলাবাসী। শুরুটা হয়েছিল একদিন আগেই। বুধবার সকাল থেকেই শীতের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার শীত জাকিয়ে বসেছে বলে জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এদিন সকালের দিকে রোদের দেখা মেলেনি। জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামীন জনপদ সর্বত্রই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। তবে সকাল ১১টা নাগাদ কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়। ১১টার পর রোদের দেখা মেলে। তথাপি দিনভর কনকনে শীতল হাওয়া শরীর কাঁপুনির জন্য যথেষ্ট ছিল। জানা গেছে, আলিপুরদুয়ারে এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীত মরশুমে এই প্রথম কনকনে ঠান্ডা অনুভব করলেন মানুষ। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলোতে ভিড় চোখে পড়েছে। জেলার কুঞ্জনগর, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, জয়ন্তী বক্সা, ছিপড়া, ফাঁসখাওয়া, ভুটানঘাট, পোরো বস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় পিকনিক পার্টির ভিড় লক্ষ করা গেছে। ঠান্ডার জন্য হাট বাজার কিছুটা দেরিতে জমেছে। কনকনে ঠান্ডায় প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা রাস্তায় বের হননি সাধারণ মানুষ। দিনভর গায়ে গরম পোশাক চাপিয়ে চলাচল করতে হয়েছে। দুপুর দিকে ঠান্ডার হাত থেকে খানিকটা স্বস্তি মিললেও বিকেলে পরই আবার ঠান্ডা বাড়তে থাকে। শীতের হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন এলাকায় আগুন পোয়াতে ব্যস্ত ছিলেন অনেকেই। গোটা ডিসেম্বর মাসে সেভাবে শীত পড়েনি ডুয়ার্স কিংবা আলিপুরদুয়ার জেলায়। এদিন শীতের বাড়বাড়ন্ত দেখে খুশি মানুষ। তাদের বক্তব্য, এ বছর দেরিতে হলে শীত পড়ল।